প্রথম আলো

তারিখ 12 MAR 2009
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা

শিক্ষাবিদদের সঙ্গে মতবিনিময় করুন

স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসাসহ বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনা পর্ষদের গঠন ও কাজকর্ম নিয়ে কয়েক দশক ধরে আলোচনা-সমালোচনা ও বিতর্ক চলছে। আগে পরিচালনা পর্ষদের দায়িত্বে থাকতেন সাংসদেরা। তাঁরা একেকজন ২০ থেকে ৩০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সভাপতি হয়ে বসতেন। দলীয় নেতাদেরও সভাপতি বানাতেন। তাঁদের অনেকের বিরুদ্ধে অনিয়ম, দুর্নীতি ও দলীয়করণের অভিযোগ ওঠে। এর প্রতিকারের দরকার ছিল। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শেষ দিকে এ বিষয়ে নতুন অধ্যাদেশ জারি করে সাংসদদের পরিবর্তে জেলা প্রশাসক অথবা তাঁদের মনোনীত প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বে সম্পৃক্ত করা হয়। অধ্যাদেশ অনুযায়ী, অনেক ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক ও প্রথম শ্রেণীর সরকারি কর্মকর্তারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার মূল দায়িত্বে সরাসরি জড়িত থাকবেন; অন্যান্য ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকের অনুমোদনক্রমে পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান নিয়োগ করার বিধান রয়েছে। সাংসদদের আপত্তির মুখে সম্প্রতি সরকার ওই অধ্যাদেশ স্থগিত করে তা পর্যালোচনার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, সরকার পুরোনো নিয়ম বহাল রাখার চিন্তাভাবনা করছে, যা কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়।

সাংসদেরা তো আগেও মূল দায়িত্বে ছিলেন। তখন এমন কোনো দৃষ্টান্ত রেখে যাননি, যা তাঁদের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার অপরিহার্যতা প্রমাণ করে; বরং অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা সমালোচিতই হয়েছেন বেশি। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। তাঁরা তো মূলত আইন প্রণয়ন ও দেশ পরিচালনায় নীতিনির্ধারণী কাজ করবেন। অন্য কাজে গেলে বিচ্যুতি হওয়াই স্বাভাবিক। স্থানীয় উন্নয়নকাজে সাংসদদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা চলতে পারে, কিন্তু অন্তত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার মূল দায়িত্ব পালনের কাজ থেকে তাঁদের দূরে রাখাই বাঞ্ছনীয়। যাঁর যা কাজ, তাঁকে সে কাজটিই করতে দেওয়া উচিত। তাঁরা যাবেন বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে। তাই সাংসদদের আপাতত বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের মূল দায়িত্বে রাখার চিন্তাভাবনা সরকারকে অবশ্যই বাদ দিতে হবে।

অন্যদিকে, বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা জনপ্রতিনিধিদের পরিবর্তে আমলা-নিয়ন্ত্রিত হওয়া নিয়ে যেহেতু কোনো কোনো মহল থেকে আপত্তি উঠেছে, তাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে জারি করা এ-সংক্রান্ত অধ্যাদেশটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।

সম্প্রতি উপজেলা নির্বাচন হয়েছে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ মানব উন্নয়নমূলক কাজ বিভিন্ন দেশে মূলত নির্বাচিত স্থানীয় প্রতিনিধিদের ওপরই বর্তায়। আমাদের দেশেও একদিন সেটা সম্ভব হবে, তবে এখনই নয়। স্থানীয় সরকার দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হোক। এখন জেলা প্রশাসক বা সরকারি কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি এবং এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সমাজসেবী, বিদ্যানুরাগী তথা নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের একটি সম্মিলিত ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা যেতে পারে। সর্বমহলে সমাদৃত শিক্ষানুরাগী থাকলে তাঁকেই কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের প্রধান করা উচিত। যেখানে সে রকম পাওয়া যাবে না, সেখানে আমলা বা জনপ্রতিনিধিদের মূল দায়িত্বে রাখার কথা ভাবা যেতে পারে।

পুরো বিষয়টি দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের সঙ্গে মতবিনিময়ের মাধ্যমে নির্ধারণ করাই বাঞ্ছনীয়। এ রকম উদ্যোগকে সবাই স্বাগত জানাবে। কিন্তু এ জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধ্যাদেশ স্থগিত করার কোনো দরকার নেই। সেটা বহাল রেখেই নীতি পুনর্মূল্যায়নের কাজ চলতে পারে। যদি ওই অধ্যাদেশের কিছু পরিবর্তন করলে ভালো হবে বলে সবাই মনে করেন, তখন নাহয় সংশোধন করা যাবে।